বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৪৮/২০২২

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর রিপোর্ট

স্থানীয় সরকার বিভাগ এর আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের কমপ্লায়েন্স অডিট রিপোর্ট

রিপোর্ট নম্বরঃ ৪৮/২০২২

সূচিপত্র

প্রথম অংশ		
ক্রমিক নম্বর	**বিবরণ**	**পৃষ্ঠা নং**
১.	মুখবন্ধ	V
	অধ্যায়-১	
২.	অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী	৩-৭
৩.	নির্বাহী সারসংক্ষেপ	৯
	অধ্যায়-২	
৪.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ	১৩
৫.	অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণ	১৫-২৩
দ্বিতীয় অংশ		
৬.	পরিশিষ্টসমূহ	২৭-৫০

প্রথম অংশ

মুখবন্ধ

১। দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা- ৫(১) অনুযায়ী সকল "Statutory Public Authority, Local Authority ও Public Enterprise" এর হিসাব অডিট করার জন্য বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল ক্ষমতাপ্রাপ্ত।

২। স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আর্থিক কার্যক্রমের উপর স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নমুনামূলক যাচাইয়ের মাধ্যমে অডিট সম্পাদনপূর্বক এই রিপোর্ট প্রণয়ন করা হয়েছে। সরকারি সম্পদ ও অর্থ ব্যবহারের ক্ষেত্রে চিহ্নিত গুরুতর আর্থিক অনিয়মসমূহের সাথে জড়িতদের জবাবদিহিতার আওতায় আনয়ন করাই এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য।

৩। এই অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভূক্ত ০৭টি অনুচ্ছেদে বর্ণিত অনিয়মসমূহ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান প্রধান বরাবর ইস্যু করা হয়েছে। একই সাথে সংশ্লিষ্ট বিভাগ এর সিনিয়র সচিবকেও অবহিত করা হয়েছে এবং তাঁদের জবাব বিবেচনাপূর্বক এই রিপোর্ট চূড়ান্ত করা হয়েছে।

৪। এই অডিট সম্পাদন ও রিপোর্ট প্রণয়নে বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল কর্তৃক জারীকৃত Government Auditing Standards of Bangladesh অনুসরণ করা হয়েছে।

৫। জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) অ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা- ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট রিপোর্ট মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

(মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী)
বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল

তারিখঃ ১/৬/২৫ বঙ্গাব্দ / খ্রিষ্টাব্দ

অধ্যায়-১

অডিট বিষয়ক সংক্ষিপ্ত তথ্যাবলী

রিপোর্ট সম্পর্কিত তথ্যঃ এই রিপোর্ট স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রনালয়ের আওতাধীন স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এর ২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ অর্থবছরের আয় ব্যয় হিসাব/ফান্ড এর উপর কমপ্লায়েন্স অডিট পরিচালনা করে প্রস্তুত করা হয়েছে । Audit Materiality বিবেচনা করে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের লেনদেন দেখা হয়েছে । উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আইন, বিধি, প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator (KPI) ইত্যাদি অডিট Criteria হিসাবে বিবেচনা করে উচ্চ ঝুঁকি ক্ষেত্র চিহ্নিত করে নমুনায়নের মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে নিরীক্ষা সমাপনান্তে রিপোর্টটি প্রস্তুত করা হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত তথ্যঃ

১। প্রতিষ্ঠান পরিচিতিঃ

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন’ বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার উত্তরাঞ্চল পরিচালনার জন্য নিয়োজিত স্থানীয় সরকার সংস্থা। এটি বাংলাদেশের একটি নগর প্রশাসন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান। সার্বিকভাবে ঢাকা শহরের উত্তরভাগ পরিচালনের দায়িত্বে রয়েছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন। অধুনালুপ্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিভাজিত হয়ে একাংশ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় যে, ১৮৬৪ সালের ১লা আগষ্ট ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি’র সৃষ্টি হয়। তৎকালীন ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ স্কিনার পদাধিকার বলে ঢাকার চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৮৮৫ সালে সর্বপ্রথম নির্বাচিত চেয়ারম্যান হন আনন্দ চন্দ্র রায়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর হতে সরকার কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিই চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। ১৯৭৭ সালের পৌরসভা অধ্যাদেশ জারি হবার পর হতেই চেয়ারম্যানের সাথে সাথে ওয়ার্ড কমিশনার নির্বাচিত হবার পদ্ধতি চালু হয়। ঐ অধ্যাদেশ বলে ১৯৭৮ সালে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনে পরিবর্তিত হয়।

২০১১ খ্রিষ্টাব্দের ১৯ নভেম্বর তারিখে জাতীয় সংসদে স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) (সংশোধনী) বিল, ২০১১ পাসের মাধ্যমে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন বিলুপ্ত করা হয়। এর ফলে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে বিভক্ত করে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নামে স্বতন্ত্র দুইটি কর্পোরেশন গঠন করা হয়। তন্মধ্যে-ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে ৩৬টি এবং ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ৫৭টি ওয়ার্ডের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। মোট ৩৬টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের প্রতিটি ওয়ার্ডে একজন কমিশনার দায়িত্বপ্রাপ্ত আছেন, যার মধ্যে সংরক্ষিত আসনের ১২ জন মহিলা কাউন্সিলর রয়েছেন। ‘মেয়র’ সংস্থার প্রধান নির্বাহী। তাঁকে সহায়তা করার জন্য প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, প্রধান প্রকৌশলী, সচিবসহ সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা/কর্মচারী নিয়োজিত আছেন। কতিপয় পদ প্রেষণে ও অন্যান্য সাংগঠনিক পদসমূহ সিটি কর্পোরেশন আইন দ্বারা নিয়োগ প্রাপ্ত। মেয়র ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার যৌথ স্বাক্ষরে সমস্ত চেক ইস্যু করা হয়। মেয়র তাঁর নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা ও পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে সিটি এলাকায় বসবাসরত জনগনের সেবা প্রদান করে থাকেন।

কর্পোরেশনের দৈনন্দিন এবং অন্যান্য সেবামূলক কার্য পরিচালনা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ৩৬টি ওয়ার্ডে বিভক্ত করা হয়েছে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে গঠিতঃ

(ক) মেয়র;

(খ) সরকার কর্তৃক সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর এবং

(গ) মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত নির্ধারিত সংখ্যক কাউন্সিলর।

এছাড়া মেয়রকে সহায়তা করার জন্য সিটি কর্পোরেশনে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন নির্বাহী প্রধান কর্মকর্তা নিয়োজিত আছেন। সিটি কর্পোরেশন সরকারের অনুমোদনক্রমে প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা/কর্মচারী ও পরামর্শক নিয়োগ করেন।

নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্তঃ

(ক) এলাকার জনসংখ্যা;

(খ) জনসংখ্যার ঘনত্ব;

(গ) স্থানীয় আয়ের উৎস;

(ঘ) এলাকার অর্থনৈতিক গুরুত্ব;

(ঙ) অবকাঠামোগত সুবিধাদি ও সম্প্রসারণের সুযোগ;

(চ) সিটি এলাকার বার্ষিক আয় এবং জনমত;

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের নামে একটি তহবিল রয়েছে। উক্ত তহবিলে নিম্নলিখিত অর্থ জমা হয়ঃ

(ক) কর্পোরেশন কর্তৃক ধার্যকৃত কর, রেইট, টোল, ফিস এবং অন্যান্য দাবী বাবদ প্রাপ্ত অর্থ;

(খ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত এবং তৎকর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত আয় বা মুনাফা;

(গ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হতে প্রাপ্ত অনুদান;

(ঘ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা অন্য কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি বিশেষ কর্তৃক প্রদত্ত দান;

(ঙ) কর্পোরেশনের উপর ন্যস্ত সকল ট্রাস্ট হতে প্রাপ্ত আয়;

(চ) কর্পোরেশনের অর্থ বিনিয়োগ হতে প্রাপ্ত মুনাফা;

(ছ) অন্যান্য উৎস হতে প্রাপ্ত অর্থ;

(জ) এ আইনের অধীন প্রাপ্ত অর্থদন্ডের অর্থ।

সিটি কর্পোরেশন প্রতি অর্থবছরে ১জুনের পূর্বে উহার পরবর্তী আসন্ন অর্থ বছরের রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক কাজের জন্য একটি বাজেট তৈরী করে এর একটি প্রতিলিপি সরকারের নিকট প্রেরণ করে থাকে।

২। প্রতিষ্ঠানের অর্গানোগ্রামঃ (ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন)

ক্রমিক নং	পদের নাম	অনুমোদিত পদ
১.	মেয়র/প্রশাসক	১
২.	মেয়রের একান্ত সচিব	১
৩.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা	১
৪.	প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্টাফ অফিসার	১
৫.	আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা	৫
৬.	সচিব (সচিব এর দপ্তর)	১
৭.	সহকারী সচিব (সাধারণ শাখা)	১
৮.	সহকারী সচিব (সংস্থাপন শাখা-১)	১
৯.	সহকারী সচিব (সংস্থাপন শাখা-২)	১
১০.	আইন কর্মকর্তা (আইন শাখা)	১
১১.	বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট	১
১২.	নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট	২
১৩.	নিরীক্ষা কর্মকর্তা	১
১৪.	মহা-ব্যবস্থাপক (কেন্দ্রীয় পরিবহনপুল)	১
১৫.	রাজস্ব কর্মকর্তা	১
১৬.	প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (হিসাব বিভাগ)	১
১৭.	উপ-প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা	১
১৮.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বাজেট)	১
১৯.	হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (বিল)	১
২০.	জনস্বাস্থ্য কর্মকর্তা	১
২১.	নির্বাহী প্রকৌশলী	৭
২২.	সহকারী প্রকৌশলী	১৪
২৩.	প্রধান নগর পরিকল্পনাবিদ	১
২৪.	অন্যান্য	৪৩
	সর্বমোট=	৯০

৩। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলীঃ

- স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ এর বিধান অনুযায়ী রাজস্ব ও উন্নয়নমূলক বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের মাধ্যমে সিটি এলাকার বসবাসরত জনগণের সেবা প্রদান করা।
- বিভিন্ন রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে রাস্তা-ঘাটের উন্নয়ন ও মেরামত, পয়ঃ নিষ্কাশন, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সড়ক বাতির ব্যবস্থাকরণ।
- বিশুদ্ধ পানি সরবরাহ, স্বাস্থ্য সেবার উন্নয়ন, টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)।
- শিক্ষার প্রেরণা প্রদান, বিভিন্ন জাতীয় অনুষ্ঠান পালনে ব্যবস্থা গ্রহণ, বয়স্ক শিক্ষা পরিচালনা।
- গরীব দুঃখীদের আর্থিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান এর ব্যবস্থা গ্রহণ।
- হাট/বাজার উন্নয়ন, কবরস্থান, শ্মশানঘাট, ঈদগাহ্, মসজিদ, মন্দির, গির্জাসহ বিভিন্ন উপাসনালয়ের নির্মাণ পুনঃ নির্মাণ মেরামত ও সংরক্ষণ।
- জনগণের বিনোদনের পার্ক, খেলার মাঠ, চিত্ত বিনোদন কেন্দ্র, কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ।
- জনসংখ্যার আধিক্য বিবেচনায় হাট বাজার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সহ নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা।

৪। প্রতিষ্ঠানের Key Performance Indicator ঃ সিটি কর্পোরেশনসমূহের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহ (Key Performance Indicators) নিম্নরূপ ঃ-

- সড়ক উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজ;
- ড্রেনেজ উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজ;
- ফুটপাত উন্নয়ন/রক্ষণাবেক্ষণ কভারেজ;
- পার্ক ও খেলার মাঠ উন্নয়ন কভারেজ;
- ওয়ার্ডভিত্তিক সামাজিক আচার অনুষ্ঠান কেন্দ্র নির্মাণ কভারেজ;
- গৃহস্থালীর জৈব ও অজৈব বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ কভারেজ;
- সড়ক ও ড্রেন পরিস্কারকরণ কভারেজ ;

৫। প্রতিষ্ঠানের বাজেট ও ব্যয় বিশ্লেষণঃ (অংকসমূহ হাজার টাকায়)

ক্রমিক নম্বর	সিটি কর্পোরেশনের নাম	অর্থবছর	বাজেট	ব্যয়	পার্থক্য
১	২	৩	৪	৫	৬ (৪-৫)
১	ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন	২০১৮-২০১৯	১০৬৪২০০০	৮৮৫৭৩০০	১৭৮৪৭০০
		২০১৯-২০২০	১২৬৫৪০০০	৮০৩১৫০০	৪৬২২৫০০
		২০২০-২০২১	১১২৩৬৫০০	১০০৯৩০০০	১১৪৩৫০০

৬। অডিটের আইনগত ভিত্তি ঃ দি কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (অ্যাডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এর ধারা ৫(১) অনুযায়ী এই অডিট পরিচালনা করা হয়েছে।

৭। অডিটের পরিধিঃ- (২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১)।

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক নিরীক্ষার জন্য নির্বাচিত ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ পর্যন্ত সময়ের রাজস্ব আদায় ও ব্যয় কার্যক্রম প্রচলিত আইন ও বিধি-বিধান এর আলোকে মূল্যায়ন করা। তাছাড়া নিম্নোক্ত বিষয়াদি নিয়মানুগ নিরীক্ষার অর্ন্তভুক্ত হবেঃ-

- পরিবহন ব্যবস্থাপনাঃ গাড়ির রেজিস্ট্রেশন, গাড়ির সংখ্যা, ড্রাইভারের সংখ্যা, গাড়ির জ্বালানি, লগ বই সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সর্বোচ্চ বস্তুনিষ্ঠতার বিবেচনায় নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের আইন/২০০৯ ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- ক্রয় ও ভান্ডারঃ বিভিন্ন মালামাল ক্রয় এবং তা এন্ট্রি ও বিতরণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সর্বোচ্চ বস্তুনিষ্ঠতার বিবেচনায় নিয়ে জিএফআর ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে।
- বিজ্ঞাপন ও ভাড়া আদায়ঃ এই খাতের অন্যান্য অংশসহ মোবাইল টাওয়ার, দোকান ভাড়া, কমিউনিটি সেন্টার ভাড়া সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সর্বোচ্চ বস্তুনিষ্ঠতার বিবেচনায় নিয়ে সিটি কর্পোরেশনের আইন/২০০৯ ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে ।
- ইজারাঃ সিটি কর্পোরেশনের নিয়ন্ত্রনাধীন বিভিন্ন হাট বাজার, অস্থায়ী পশুর হাট, লেক, বাস টার্মিনাল, ফ্লাইওভার সংক্রান্ত যাবতীয় ইজারা কার্যক্রম সর্বোচ্চ বস্তুনিষ্ঠতার বিবেচনায় নিয়ে সিটি কর্পোরেশন আইন/২০০৯, হাট বাজার নীতিমালা/২০১১ ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে ।
- অসমন্বিত অগ্রিমঃ সিটি কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিগত ০২ (দুই) বছরের অগ্রিম এবং অসমন্বিত অগ্রিম সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সর্বোচ্চ বস্তুনিষ্ঠতার বিবেচনায় নিয়ে সিটি কর্পোরেশন আইন/২০০৯ ও প্রযোজ্য সরকারি বিধি বিধানের আলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে ।
- উন্নয়নমূলক কাজঃ রাস্তা মেরামত, রক্ষনাবেক্ষণ, নির্মাণ ও স্থাপনা সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম সর্বোচ্চ বস্তুনিষ্ঠতার বিবেচনায় নিয়ে পিপিআর/২০০৮ ও সরকারি বিধি বিধানের আলোকে নিরীক্ষা করা হয়েছে।

অডিট প্লানিং ও অডিট পরিচালনা সংক্রান্ত তথ্যঃ

১। অডিটের বিষয়বস্তু ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯, ২০১৯-২০২০ ও ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয় ও ব্যয় হিসাব ও ফান্ডের উপর কমপ্লায়েন্স অডিট।

২। অডিট কৌশল ঃ

- এনটিটির সাংবিধানিক /আইনি ভিত্তি, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং কার্যাবলী সম্পর্কে ধারণা লাভ।
- তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ।
- গুরুত্বপূর্ণ বিষয়/ ম্যাটেরিয়েলিটি নির্ধারণ।
- ঝুঁকি নিরূপণ ও মূল্যায়ন।
- নিরীক্ষা পরিকল্পনা প্রণয়ন।
- নিরীক্ষার সময়কাল এবং অন্যান্য বিষয়াদির উপর ভিত্তি করে সার্বিক নিরীক্ষা কৌশল নির্ধারণ।

৩। নিরীক্ষাকালঃ ১২ সেপ্টেম্বর ২০২১ হতে ৪ নভেম্বর ২০২১ খ্রি.

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তরের নিরীক্ষার আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের আয়-ব্যয়, ফান্ড ও বাজেট বরাদ্দের বিপরীতে সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র ও নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে পরিকল্পনা প্রণয়নপূর্বক নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়।

অডিট চলাকালে বেশ কিছু আর্থিক অনিয়ম ও বিধি-বিধানের লঙ্ঘন পরিলক্ষিত হয়েছে। মূলত: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরীন নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতা ও আর্থিক বিধি-বিধান পরিপালন না করার কারণে এই অডিট অনুচ্ছেদসমূহ উত্থাপিত হয়েছে। অডিট চলাকালে কোন অনুচ্ছেদ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবের প্রেক্ষিতে নিষ্পন্ন করা হয়নি। অনিষ্পন্ন অডিট অনুচ্ছেদগুলোর মধ্যে হতে গুরুতর আর্থিক অনিয়ম [SFI] সংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহ এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

এই রিপোর্টে মোট ০৭টি অনুচ্ছেদ উত্থাপন করা হয়েছে এবং এতে জড়িত ৫৩,৫০,৫৪,৬৬০/- (তেপ্পান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শত ষাট) টাকা যা মোট ব্যয়ের ৫.২৮% এই রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য অনিয়মসমূহ নিম্নরূপঃ

- রেজিস্ট্রেশন বিহীন যানবাহন ব্যবহার করা।
- ইজারালব্ধ অর্থের উপর ৫% সেলামী '' ৭ ভূমি রাজস্ব'' খাতে জমা না করা।
- ইজারালব্ধ অর্থের উপর ৪% মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা না করা।
- দোকান ভাড়া এবং মোবাইল টাওয়ারের স্থান ও স্থাপনার ভাড়ার উপর ভ্যাট ও আয়কর কর্তন না করা।
- পূর্ত কাজের বিপরীতে বীমা না করা , বীমার প্রিমিয়াম আদায় না করা এবং প্রিমিয়ামের উপর ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব টেস্ট ব্যতীত পূর্ত কাজের বিল পরিশোধ করা।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ, সরকারি অর্থ আদায়ে ও ব্যয়ে প্রচলিত বিধি-বিধান পরিপালন, একই ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি না ঘটানো ও পূর্ববর্তী অডিটের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়ন না করা বিষয়ে কর্তৃপক্ষের মনোনিবেশ করার প্রয়োজনীয়তা এই অডিট রিপোর্টে প্রতিফলিত হয়েছে।

অধ্যায়-২

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের সারসংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	এমভি (মটর ভেহিক্যাল) রেগুলেশন অনুযায়ী যানবাহন রেজিস্ট্রেশন না করায় এবং অগ্রিম আয়কর প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,২৩,০৬,৫০০/-
০২	আন্তঃজেলা বাস স্ট্যান্ড/টার্মিনাল হতে খাস আদায় (আদায় সহযোগিতাকারী হিসেবে) এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	১,৫২,৬৪,১৩৮/-
০৩	বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৫% সেলামী “৭-ভুমি রাজস্ব” খাতে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫১,৮২,৫০০/-
০৪	বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা না করায় মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলের আর্থিক ক্ষতি।	৪১,৪৬,০০০/-
০৫	স্থান ও স্থাপনার (দোকান ভাড়া ও মোবাইল টাওয়ার) ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।	৫,৩৩,৫২,৪২২/-
০৬	দরপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে বীমা না করায় এবং নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে বীমা করায় প্রিমিয়াম বাবদ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং সরকারের ভ্যাট বাবদ আর্থিক ক্ষতি ।	১,২০,১৭,১১৫ /-
০৭	উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব টেস্ট না করেই এবং ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই কার্য-সম্পাদন করে বিল পরিশোধ।	৪৩,২৭,৮৫,৯৮৫/-
	সর্বমোট=	**৫৩,৫০,৫৪,৬৬০/-**

(কথায়: তেপ্পান্ন কোটি পঞ্চাশ লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয়শত ষাট টাকা)

অডিট অনুচ্ছেদসমূহের বিস্তারিত বিবরণী

অনুচ্ছেদ নম্বর-০১

শিরোনামঃ এমভি (মটর ভেহিক্যাল) রেগুলেশন অনুযায়ী যানবাহন রেজিস্ট্রেশন না করায় এবং অগ্রিম আয়কর প্রদান না করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,২৩,০৬,৫০০/- (এক কোটি তেইশ লক্ষ ছয় হাজার পাঁচশত) টাকা।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এমভি (মটর ভেহিক্যাল) রেগুলেশন অনুযায়ী যানবাহন রেজিস্ট্রেশন না করায় এবং অগ্রিম আয়কর প্রদান না করায় আর্থিক ক্ষতি ১,২৩,০৬,৫০০/- টাকা।

নিরীক্ষাকালে যান্ত্রিক শাখার নথিপত্র, যানবাহনের তালিকা, গাড়ির হিস্টোরি ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে সিটি কর্পোরেশনে ব্যবহৃত ১২৩টি যানবাহনের রেজিস্ট্রেশন না করে এবং ১২২টি যানবাহন এর অগ্রিম আয়কর প্রদান না করে তা ব্যবহার করা হচ্ছে। বিআরটিএ'র মোটরযান আইন এমভি রেগুলেশনস-১৯৮৪ এর ৭৪(১) এর বিধি ১৬(১)এর নির্দেশনা ও রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রতিটি যানবাহন নির্ধারিত হারে রেজিস্ট্রেশন করে তা ব্যবহার করার এবং আয়কর পরিপত্র-১/২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ এর ধারা ৬৮বি এর উপধারা-১ এবং ২১৫-আইন/আয়কর/২০১৯ তারিখঃ ২৩/০৬/২০১৯ এর নির্দেশনা ও রেট সিডিউল অনুযায়ী প্রতিটি যানবাহনের জন্য নির্ধারিত হারে অগ্রিম আয়কর প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে । এক্ষেত্রে বর্ণিত বিধির ব্যত্যয় ঘটিয়ে রেট সিডিউল অনুযায়ী ১২৩ টি যানবাহন রেজিস্ট্রেশন না করায় ৭৪,৩৪,০০০/- টাকা এবং ১২২টি যানবাহন এর অগ্রিম আয়কর ৪৮,৭২,৫০০/- টাকা প্রদান না করে ব্যবহার করায় সরকারের মোট ১,২৩,০৬,৫০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। [পরিশিষ্ট-০১ (ক)-(খ)]

অনিয়মের কারণঃ বিআরটিএ'র মোটরযান আইন এমভি রেগুলেশনস-১৯৮৪ এর ৭৪(১) এর বিধি ১৬(১) এবং আয়কর পরিপত্র-১/২০১৮-১৯, ২০১৯-২০ ও ২০২০-২১ এর ধারা ৬৮বি এর উপধারা-১ এবং ২১৫-আইন/আয়কর/২০১৯ তারিখঃ ২৩/০৬/২০১৯ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রমাণক দাখিল করা হবে। এমতাবস্থায় আপত্তি নিষ্পত্তি হিসেবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব স্বীকৃতিমূলক হলেও আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ যথাসময়ে কেন উক্ত যানবাহনসমূহ রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। সে বিষয়ে জবাবে কোন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর ইস্যু করা হয় এবং ০৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সিনিয়র সচিব ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর আধাসরকারিপত্র প্রেরণ করার পরেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ ১২৩টি যানবাহন রেজিস্ট্রেশন করে রেজিস্ট্রেশন ফি ও অগ্রিম আয়কর প্রদান করা আবশ্যক এবং রেজিস্ট্রেশন ও অগ্রিম আয়কর প্রদান না করার সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর -০২

শিরোনামঃ আন্তঃজেলা বাস স্ট্যান্ড/টার্মিনাল হতে খাস আদায় এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট জমা না করায় সরকারের ১,৫২,৬৪,১৩৮/- (এক কোটি বায়ান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার একশত আটত্রিশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে আন্তঃজেলা বাস স্ট্যান্ড/টার্মিনাল হতে খাস আদায় এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট জমা না করায় সরকারের ১,৫২,৬৪,১৩৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে পরিবহন শাখার নথিপত্র, খাস আদায় রশিদ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গাবতলী ও মহাখালী আন্তঃজেলা বাস স্ট্যান্ড এর খাস আদায় (আদায় সহযোগিতাকারী হিসেবে) এর বিপরীতে নির্ধারিত হারে ভ্যাট সরকারি কোষাগারে জমা করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ এর সেবার কোড S০৩৩.০০ ইজারাদার নিকট হতে ১৫% অর্থ মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) বাবদ আদায় করতে হবে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরন না করায় সরকারের ১,৫২,৬৪,১৩৮/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৩]।

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ: ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ সেবার কোড S০৩৩.০০ লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ গাবতলী ও মহাখালী বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনালসমূহ "সরকারি হাটবাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা" অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়নি। অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নীতিমালা অনুযায়ী টার্মিনালসমূহ ইজারা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি হাটবাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালায় বাস/ট্রাক টার্মিনাল বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় তা অনুসরণ করা হয়নি। সিটি কর্পোরেশনের রাজস্ব আদায়ের বৃহত্তর স্বার্থে গাবতলী ও মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনালে বিভাগীয় ব্যবস্থায় রাজস্ব আদায়ের জন্য আদায় সহযোগিতাকারী মনোনয়ন প্রদান করে রাজস্ব আদায় করা হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে ভ্যাট আদায় প্রযোজ্য নয়। অতএব আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ স্থানীয় সরকার বিভাগের ২১/০৯/২০১১ খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২. ২০১১.৮৭০ এর অনুচ্ছেদ ৩.৪ ও ১৪.২ ও ৪.৮ মোতাবেক খাস আদায়কৃত অর্থ হইতে ১৫% ভ্যাট জমা প্রদানের নির্দেশনা থাকা সত্বেও তা অনুসরণ করা হয়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর ইস্যু করা হয় এবং ০৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সিনিয়র সচিব ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর আধাসরকারিপত্র প্রেরণ করার পরেও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে উল্লিখিত ভ্যাট বাবদ অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

<u>অনুচ্ছেদ নম্বর -০৩</u>

শিরোনামঃ বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৫% সেলামী "৭-ভুমি রাজস্ব" খাতে জমা না করায় সরকারের ৫১,৮২,৫০০/- (একান্ন লক্ষ বিরাশি হাজার পাঁচশত) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৫% সেলামী "৭-ভুমি রাজস্ব" খাতে জমা না করায় সরকারের ৫১,৮২,৫০০/-টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে পরিবহন শাখার নথিপত্র, খাস আদায় রশিদ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গাবতলী ও মহাখালী বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৫% সেলামী "৭-ভুমি রাজস্ব" খাতে জমা করা হয়নি। স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মার নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ এর মাধ্যমে জারিকৃত "সরকারি ইজারা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা এর অনুচ্ছেদ ৯ এর উপ অনুচ্ছেদ ৯.৩.১ এর নির্দেশনা মোতাবেক ইজারালব্ধ অর্থের ৫% অর্থ সেলামীস্বরূপ ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে "৭-ভুমি রাজস্ব" খাতে জমা করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরন না করায় সরকারের ৫১,৮২,৫০০/-টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৫]।

অনিয়মের কারণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মার নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ এর মাধ্যমে জারিকৃত "সরকারি ইজারা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা" এর অনুচ্ছেদ ৯ এর উপ অনুচ্ছেদ ৯.৩.১ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ গাবতলী ও মহাখালী বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনালসমূহ "সরকারি হাটবাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা" অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়নি। অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নীতিমালা অনুযায়ী টার্মিনালসমূহ ইজারা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি হাটবাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালায় বাস/ট্রাক টার্মিনাল বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় তা অনুসরণ করা হয়নি। কাজেই ইজারালব্ধ অর্থের ৫% সেলামী "৭-ভুমি রাজস্ব" খাতে জমাকরণ বিষয়ক আপত্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ জবাবে "অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নীতিমালা অনুযায়ী টার্মিনালসমূহ ইজারা প্রদান করা হয়েছে " মর্মে বলা হলেও এ ধরণের কোন ইজারা নীতিমালা না থাকায় সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে "সরকারি হাটবাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি নীতিমালা-২০১১ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর ইস্যু করা হয় এবং ০৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সিনিয়র সচিব ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর আধাসরকারিপত্র প্রেরণ করার পরও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ জরুরি ভিত্তিতে আপত্তিতে উল্লিখিত টাকা "৭-ভূমি রাজস্ব"খাতে জমা করা আবশ্যক এবং অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর -০৪

শিরোনামঃ বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা না করায় মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলের ৪১,৪৬,০০০/- (একচল্লিশ লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা না করায় মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলের ৪১,৪৬,০০০/- আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে পরিবহন শাখার নথিপত্র, খাস আদায় রশিদ ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে গাবতলী ও মহাখালী বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসাবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমা করা হয়নি। স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ এর মাধ্যমে জারিকৃত "সরকারি ইজারা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা" এর অনুচ্ছেদ ৯.৩.৩ মোতাবেক মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণের ব্যয়ের জন্য ইজারা মূল্যের ৪% অর্থ ইজারার টাকা আদায়ের ০৭ (সাত) কার্যদিবসের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে (সঞ্চয়ী হিসাব নং-১২১০০৩৯৯৭৭২, সোনালী ব্যাংক লিঃ, রমনা কর্পোরেট শাখা, ঢাকায়) জমা প্রদানের নির্দেশনা রয়েছে। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি অনুসরন না করায় মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলের ৪১,৪৬,০০০/- টাকা আর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৪]।

অনিয়মের কারণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের ২১/০৯/২০১১খ্রিঃ তারিখের স্মারক নং-৪৬.০৪১.০৩০.০২.০০.০০২.২০১১.৮৭০ এর মাধ্যমে জারিকৃত "সরকারি ইজারা ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা" এর অনুচ্ছেদ ৯.৩.৩ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ গাবতলী ও মহাখালী বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনালসমূহ "সরকারি হাটবাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালা" অনুযায়ী ইজারা প্রদান করা হয়নি। অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নীতিমালা অনুযায়ী টার্মিনালসমূহ ইজারা প্রদান করা হয়েছে। সরকারি হাটবাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি এবং উহা হইতে প্রাপ্ত আয় বন্টন সম্পর্কিত নীতিমালায় বাস/ট্রাক টার্মিনাল বিষয়টি উল্লেখ না থাকায় তা অনুসরণ করা হয়নি। বিধায় ইজারালব্ধ অর্থের ৪% হিসেবে মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ তহবিলে জমাকরণ বিষয়ক আপত্তি এক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব আপত্তিটি নিষ্পত্তির জন্য সবিনয় অনুরোধ করা হলো।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির সহায়ক নয়। কারণ জবাবে "অবিভক্ত ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের নীতিমালা অনুযায়ী টার্মিনালসমূহ ইজারা প্রদান করা হয়েছে" মর্মে বলা হলেও এ ধরণের কোন ইজারা নীতিমালা না থাকায় সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে সরকারি হাটবাজার সমূহের ব্যবস্থাপনা, ইজারা পদ্ধতি নীতিমালা-২০১১ অনুসরণ করা হয়ে থাকে। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর ইস্যু করা হয় এবং ০৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সিনিয়র সচিব ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর আধাসরকারিপত্র প্রেরণ করার পরও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে উল্লিখিত মুক্তিযোদ্ধাদের কল্যাণে ব্যয়ের জন্য মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের পরিচালনাধীন ব্যাংক একাউন্টে ৪১,৪৬,০০০/- টাকা জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর -০৫

শিরোনামঃ স্থান ও স্থাপনার (দোকান ভাড়া ও মোবাইল টাওয়ার) ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ৫,৩৩,৫২,৪২২/- (পাঁচ কোটি তেত্রিশ লক্ষ বায়ান্ন হাজার চারশত বাইশ) টাকা আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে স্থান ও স্থাপনার (দোকান ভাড়া ও মোবাইল টাওয়ার) ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের ৫,৩৩,৫২,৪২২/- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে দোকান ভাড়া এবং প্রচার ও বিজ্ঞাপন শাখার মোবাইল টাওয়ারের ভাড়া আদায়ের নথি, রেজিস্টার, রশিদ বই ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, সিটি কর্পোরেশন এর নিয়ন্ত্রণাধীন দোকান সমূহের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের ভাড়া আদায়ের উপর ১৫% হারে ভ্যাট এবং গ্রামীণ ফোন মোবাইল টাওয়ার করের উপর ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ভাড়া আদায়ের উপর ১৫% হারে ভ্যাট আদায় করা হয়নি। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ : ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ এর সেবার কোড S৯৯.২০ মোতাবেক অন্যান্য বিবিধ সেবা এর আওতাধীন স্থান ও স্থাপনার ভাড়ার উপর ১৫% হারে ভ্যাট কর্তন/আদায় করার নির্দেশনা রয়েছে এবং জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের এসআরও নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক, তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর মাধ্যমে জারিকৃত উৎসে মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা-২০১৯ এর ক্রমিক নং-৫ অনুযায়ী স্থান ও স্থাপনা ভাড়া গ্রহণকারী সেবার ক্ষেত্রে ভাড়া গ্রহণকারী কর্তৃক ভাড়ার উপর ১৫% হারে মূসক আদায়যোগ্য। এক্ষেত্রে উক্ত বিধি মোতাবেক ভ্যাট আদায় না করায় উভয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ দোকান সমূহের ভাড়ার উপর ১৫% হারে ৩,৬৪,১২,৮৩২/- টাকা এবং মোবাইল টাওয়ারের উপর ১৫% হারে ১,৬৯,৩৯,৫৯০/- টাকাসহ মোট (৩৬৪১২৮৩২+১৬৯৩৯৫৯০)= ৫,৩৩,৫২,৪২২/- টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৭(ক-খ)]।

অনিয়মের কারণঃ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ : ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ এর সেবার কোড S৯৯.২০ এবং এসআরও নং-১৮৭-আইন/২০১৯/৪৪-মূসক, তারিখঃ ১৩/০৬/২০১৯ খ্রিঃ এর লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের মার্কেট শাখা জবাবে জানায় যে, দোকান ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায়ের বিষয়ে ইতোপূর্বে কোন প্রকার নির্দেশনা পাওয়া যায়নি। সিটি কর্পোরেশন স্থানীয় সরকার পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় এটি একটি অকরযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এ বিষয়ে পরবর্তী কোন নির্দেশনা পাওয়া গেলে আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। উপরোক্ত জবাবের প্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসাটি নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। মোবাইল টাওয়ারের কর আদায় শাখা হতে কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য সহায়ক নয়। কারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-০৬/মূসক/২০১৮ তারিখ : ০৭/০৬/২০১৮ খ্রিঃ এর সেবার কোড S৯৯.২০ মোতাবেক ১৫% ভ্যাট কর্তন/আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা করার নির্দেশনা থাকলেও তা আদায় করা হয়নি। তদুপরি সিটি কর্পোরেশনকে ভ্যাট হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে তার সমর্থনে কোন প্রমাণকও দাখিল করা হয়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর ইস্যু করা হয় এবং ০৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সিনিয়র সচিব ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর আধাসরকারিপত্র প্রেরণ করার পরও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নম্বর -০৬

শিরোনামঃ চুক্তির শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে বীমা না করায় এবং নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে বীমা করায় প্রিমিয়াম বাবদ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং সরকারের ভ্যাট বাবদ ১,২০,১৭,১১৫ /- (এক কোটি বিশ লক্ষ সতের হাজার একশত পনের) টাকা আর্থিক ক্ষতি ।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে ভবন নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজে চুক্তির শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে বীমা না করায় এবং নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে বীমা করায় সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের প্রিমিয়াম এবং সরকারের ভ্যাট বাবদ ১,২০,১৭,১১৫ /- টাকা আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে প্রকল্প কাজের নথি, প্রাক্কলন, বীমার নথিপত্র, চলতি বিল ও অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, অঞ্চল-০৪ এর আওতাধীন প্রকল্প Land Development & Boundary Wall Construction. Packege No.01 And Construction Packege No. 02 to 05 এর ভবন নির্মাণ ও উন্নয়ন কাজে দরপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে নির্ধারিত হারে সাধারণ বীমা কর্পোরেশনে বীমা না করায় এবং নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে বীমা করা হয়। জিসিসি/পিসিসি ক্লোজ-৩৭.১ অনুযায়ী চুক্তি মূল্যের উপর ১১০% বীমা কাভারেজ ধার্য করে বীমা করতে হবে এবং সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের স্মারক নং-SBC/HO/RI/ENGG(U/W)/MISC/08/09, তারিখঃ ১৬-০৮-২০০৯ মোতাবেক বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ ইনস্যুরেন্স মূল্যের উপর ০.৫০%। বীমা আইন-১৯৯১ অনুযায়ী সরকারি সম্পত্তির বীমা ঝুঁকির বিপরীতে সাধারণ বীমা কর্পোরেশন থেকে বীমা পলিসি গ্রহন করার জন্য এবং বেসরকারি নন-লাইফ বীমা কোম্পানি কর্তৃক সরকারি সম্পত্তির বীমা পলিসি ইস্যু করা যাবে না । জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১০/মূসক/২০০২ তারিখঃ ২৮/১১/২০০২ খ্রিঃ ২(ক) মোতাবেক জীবন বীমা পলিসি ব্যতীত সকল অগ্নি, নৌ, বিমান, জেটির দুর্ঘটনা ও স্বাস্থ্যসেবাসহ সর্বপ্রকার বীমা পলিসির প্রিমিয়ামের উপর ১৫% হারে মূল্য সংযোজন কর আরোপযোগ্য হবে। পরিশিষ্টে বর্ণিত ৫টি প্যাকেজের মোট চুক্তিমুল্য ১৯০,৪৪,৫৫,৮৫৬/- টাকা। দরপত্রের শর্তানুযায়ী চুক্তিমূল্যের উপর ১১০% ইনস্যুরেন্স মূল্য হয় ২০৯,৪৯,০১,৪৪০/- টাকা এবং সে মোতাবেক বীমা প্রিমিয়ামের পরিমাণ ইনস্যুরেন্স মূল্যের ০.৫০% হিসেবে ১,০৪,৭৪,৫০৭/- টাকা এবং প্রিমিয়ামের উপর ১৫% ভ্যাট বাবদ ১৫,৪২,৬০৮/- টাকা অর্থাৎ বীমা উভয় ক্ষেত্রে ভ্যাট বাবদ (১০৪৭৪৫০৭+১৫৪২৬০৮)= ১,২০,১৭,১১৫ /- টাকা সাধারণ বীমা কর্পোরেশন ও সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, ইসলামী কমার্শিয়াল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড এ ১,৯০,৪৪৬/- টাকার প্রিমিয়ামে ২৮,৫৬৭/- টাকার ভ্যাট প্রদান করা হয়েছে [পরিশিষ্ট-০৮(ক) ও ০৮(খ)]।

অনিয়মের কারণঃ জিসিসি এবং পিসিসি'র শর্ত-৩৭.১; সাধারণ বীমা কর্পোরেশনের স্মারক নং-SBC/HO/RI/ENGG(U/W)/MISC/08/09, তারিখঃ ১৬-০৮-২০০৯, বীমা আইন-১৯৯১ এবং রাজস্ব বোর্ডের সাধারণ আদেশ নং-১০/মূসক/২০০২ তারিখঃ ২৮/১১/২০০২ খ্রিঃ ২(ক) এর নির্দেশনা লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোন জবাব প্রদান করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ নিরীক্ষাকালে অডিট মেমোর প্রেক্ষিতে নিরীক্ষিত অফিস কর্তৃক জবাব প্রদান করা হয়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর ইস্যু করা হয় এবং ০৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সিনিয়র সচিব ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর আধাসরকারিপত্র প্রেরণ করার পরও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ আপত্তিতে উল্লিখিত অর্থ আদায়পূর্বক সরকারি কোষাগারে জমা করা আবশ্যক এবং অনিয়মের সাথে জড়িত ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের সুপারিশ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নম্বর -০৭

শিরোনামঃ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব টেস্ট না করেই এবং ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই অনিয়মিতভাবে কার্য-সম্পাদন করে ৪৩,২৭,৮৫,৯৮৫/- (তেতাল্লিশ কোটি সাতাশ লক্ষ পঁচাশি হাজার নয়শত পঁচাশি) টাকার বিল পরিশোধ।

বিবরণঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের আওতাধীন ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা কার্যালয়ের ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব টেস্ট না করেই এবং ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই কার্য-সম্পাদন করে ৪৩,২৭,৮৫,৯৮৫/- টাকার বিল পরিশোধ করা হয়েছে।

নিরীক্ষাকালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের ইউটার্ন প্রকল্প, ফুট ওভার ব্রিজ নির্মাণ ও অঞ্চল-০১,০২,০৩,০৪ ও ০৫ এর বিভিন্ন উন্নয়নমুলক কাজের নথি, প্রাক্কলন, ল্যাব টেস্ট রিপোট, চুড়ান্ত বিল ও অন্যান্য রেকর্ডপত্রাদি পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায় যে, উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত মালামালের ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই উক্ত মালামাল দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে অর্থাৎ ল্যাব টেস্ট (সিমেন্ট, বিটুমিন, ব্রিকস ও রড) না করেই চুড়ান্ত বিল পরিশোধ করা হয়েছে । PPR-২০০৮ এর বিধি ৪(৪) এ নির্দেশনা অনুযায়ী সরবরাহের জন্য নির্দিষ্টকৃত পণ্য বা সরঞ্জামাদি অথবা সম্পাদিতব্য কার্য কারিগরি বিনির্দেশের সহিত সংগতিপূর্ন কিনা উহা নির্ধারণ করিবার জন্য যে পরীক্ষা, মান ও পদ্ধতি প্রয়োগ করতে হবে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে উহা দরপত্র দলিলে সঠিকভাবে উল্লেখ করতে হবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে উহা উপেক্ষা করে পরিশিষ্টে বর্ণিত উন্নয়ন কাজ-সমূহে ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই ১২,২৮,৬২,৭৯১/- টাকা এবং ল্যাব টেস্ট ব্যতীত ৩০,৯৯,২৩,১৯৪/- টাকাসহ সর্বমোট (১২,২৮,৬২,৭৯১+ ৩০,৯৯,২৩,১৯৪)= ৪৩,২৭,৮৫,৯৮৫/- টাকা পরিশোধ করা হয় [পরিশিষ্ট-০৯(ক) ও ১১(খ);১;২;৩;৪;৫;৬;৭)]।

অনিয়মের কারণঃ PPR-২০০৮ এর বিধি ৪(৪) লঙ্ঘন।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান জবাবে জানায় যে, মাঠ পর্যায়ে মালামালের পরীক্ষা সম্পন্ন করার পর মালামালের গুণগতমান সম্পর্কে অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য ল্যাব টেস্ট করা হয়। যাহা সময় সাপেক্ষ বিষয়, তাই মাঠ পর্যায়ে মালামালের গুণাগুনের বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে কাজ আরম্ভ করা হয়। বিটুমিনের কাজটি এসফল্ট প্লান্ট হতে করা হয়েছে। উক্ত প্লান্ট কর্তৃক বিটুমিন টেস্ট করেই মালামাল প্রস্তুত ও সরবরাহ করা হয়। ফলে পৃথকভাবে বিটুমিন টেস্ট করার কোন সুযোগ নেই। সংশ্লিষ্ট কাজসমূহ বাস্তবায়নে সিমেন্ট কংক্রিট ঢালাই এর কাজ চলাকালীন সময়ে কনক্রিট সিলিন্ডারের নমুনা সংগ্রহ করে ল্যাব টেস্ট করা হয়েছে। নমুনা পরীক্ষার ফলাফল সন্তোষজনক। টিইসি শাখার রড, সিমেন্ট ও ব্রিকস টেস্ট করার কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ জবাব প্রমানকের সাথে সমর্থিত নয় বিধায় গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়নি। আপত্তিটি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম হিসেবে চিহ্নিত করে ০৫/১২/২০২১ খ্রিঃ তারিখে ৪ (চার) সপ্তাহের মধ্যে জবাব প্রদানের জন্য সিনিয়র সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বরাবর ইস্যু করা হয় এবং ০৫/০১/২০২২ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়। সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসেবে ০১/০২/২০২২ খ্রিঃ তারিখে মাননীয় মেয়র, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, সিনিয়র সচিব ও স্থানীয় সরকার বিভাগ বরাবর আধাসরকারিপত্র প্রেরণ করার পরও অদ্যাবধি কোন নিষ্পত্তিমূলক জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং এ ধরনের অনিয়মের পুনরাবৃত্তি রোধকল্পে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের পর্যবেক্ষণ নিশ্চিত করা আবশ্যক।

মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর।
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

তারিখঃ বঙ্গাব্দ
২১/০৮/২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ।

শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।

দ্বিতীয় অংশ

পরিশিষ্টসমূহ

অনুচ্ছেদ নম্বর ০১

পরিশিষ্ট নম্বর ০১

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

শিরোনামঃ এমভি রেগুলেশন অনুযায়ী রেজিস্ট্রেশন না করায় আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	**পরিশিষ্ট নং**	**বিষয়**	**জড়িত টাকা**	**মন্তব্য**
১	২	৩	৪	৫
১.	১(ক)	রেজিস্ট্রেশন বিহীন যানবাহন ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।	৭৪,৩৪,০০০/-	
২.	১(খ)	রেজিস্ট্রেশন বিহীন গাড়ি ব্যবহার করে অগ্রীম আয়কর প্রদান না করার বিবরণী।	৪৮,৭২,৫০০/-	
		সর্বমোট=	**১,২৩,০৬,৫০০/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০১
পরিশিষ্ট নম্বর ০১(ক)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ রেজিস্ট্রেশন বিহীন যানবাহন ব্যবহার করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	গাড়ির বিবরণ	গাড়ির সংখ্যা	ক্ষমতা (সিসি)	প্রতিটির রেজিস্ট্রেশন ফি	মোট রেজিস্ট্রেশন ফি	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	কার	২টি	১৩০০সিসি	২১০০০/-	৪২,০০০/-	
২	জিপ	২টি	২৯৭২সিসি	৯৮,০০০/-	১,৯৬,০০০/-	
৩	পিকআপ	৪টি	২৪৭৭সিসি	৯৮,০০০/-	৩,৯২,০০০/-	
৪	কম্পেক্টর	২৭টি	৫টন	৫৬,০০০/-	১৫,১২,০০০/-	
৫	কন্টেইনার ক্যারিয়ার	২০টি	৬টন	৫৬,০০০/-	১১,২০,০০০/-	
৬	হাইড্রোলিক লোডার	৬টি	৫টন	৫৬,০০০/-	৩,৩৬,০০০/-	
৭	ওপেন ট্রাক	৫টি	৩টন	২৮,০০০/-	১,৪০,০০০/-	
৮	ডাম্প ট্রাক	১০টি	৩টন	২৮,০০০/-	২,৮০,০০০/-	
	ডাম্প ট্রাক	১৩টি	৫টন	৫৬,০০০/-	৭,২৮,০০০/-	
	ডাম্প ট্রাক	১০টি	১৪.৭৫টন	৭৭,০০০/-	৭,৭০,০০০/-	
৯	পে লোডার	২টি	৩টন	২৮,০০০/-	৫৬,০০০/-	
১০	হুইল ডোজার	৪টি	৩০টন	৭৭,০০০/-	৩,০৮,০০০/-	
১১	রোড রোলার	১টি	৭টন	৭৭,০০০/-	৭৭,০০০/-	
১২	টায়ার রোলার	১টি	১৫টন	৭৭,০০০/-	৭৭,০০০/-	
১৩	ওয়াটার ট্যাংকার	১২টি	৫৭০০সিসি	৯৮,০০০/-	১১,৭৬,০০০/-	
১৪	রোড সুইপার মেশিন	৪টি	৫টন	৫৬,০০০/-	২,২৪,০০০/-	
সর্বমোট=		**১২৩টি**			**৭৪,৩৪,০০০/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০১
পরিশিষ্ট নম্বর ০১(খ)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ রেজিস্ট্রেশন বিহীন গাড়ি ব্যবহার করে অগ্রীম আয়কর প্রদান না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	গাড়ির বিবরণ	গাড়ির সংখ্যা	ক্ষমতা (সিসি)	একক আয়করের হার (২০১৮-১৯ হতে ২০১৯-২০)	(২০১৮-১৯ হতে ২০১৯-২০) দুই বছরের অগ্রিম আয়কর (৩×৫×দুই বছর)	একক আয়করের হার (২০২০-২১)	(২০২০-২১) এক বছরের অগ্রিম আয়কর (৩×৭)	মোট অগ্রিম আয়কর (৬+৮)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	কার	২টি	১৩০০সিসি	১৫০০০/-	৬০০০০/-	২৫০০০/-	৫০,০০০/-	১১০০০০
২	জিপ	১টি	২৯৭২সিসি	৭৫০০০/-	১,৫০,০০০/-	১২৫০০০/-	১২৫০০০/-	২৭৫০০০
				প্রতিটির অগ্রিম আয়কর (২০১৮-১৯) বছর	**(২০১৮-১৯) বছরের অগ্রিম আয়কর (৩×৫)**	**প্রতিটির অগ্রিম আয়কর (২০১৯-২০ ও ২০২০-২১)**	**(২০১৯-২০ হতে ২০২০-২১) দুই বছরের অগ্রিম আয়কর (৩×৭×দুই বছর)**	
৩	পিকআপ	৪টি	২৪৭৭সিসি	২৫০০/-	১০,০০০/-	৪০০০/-	৩২০০০/-	৪২০০০
৪	কম্পেক্টর	২৭টি	৫টন	৭৫০০/-	২,০২,৫০০/-	১৬০০০/-	৮৬৪০০০/-	১০৬৬৫০০
৫	কন্টেইনার ক্যারিয়ার	২০টি	৬টন	১০০০০/-	২০০০০০/-	২৪০০০/-	৯৬০০০০/-	১১৬০০০০
৬	হাইড্রোলিক লোডার	৬টি	৫টন	৭৫০০/-	৪৫০০০/-	১৬০০০/-	১৯২০০০/-	২৩৭০০০
৭	ওপেন ট্রাক	৫টি	৩টন	২৫০০/-	১২৫০০/-	৪০০০/-	৪০০০০/-	৫২৫০০
৮	ডাম্প ট্রাক	১০টি	৩টন	২৫০০/-	২৫০০০/-	৪০০০/-	৮০০০০/-	১০৫০০০
	ডাম্প ট্রাক	১৩টি	৫টন	৭৫০০/-	৯৭৫০০/-	১৬০০০/-	৪১৬০০০/-	৫১৩৫০০
	ডাম্প ট্রাক	১০টি	১৪.৭৫টন	৭৫০০/-	৭৫০০০/-	১৬০০০/-	৩২০০০০/-	৩৯৫০০০
৯	পে লোডার	২টি	৩টন	৪৫০০/-	৯০০০/-	৯৫০০/-	৩৮০০০/-	৪৭০০০
১০	হুইল ডোজার	৪টি	৩০টন	৭৫০০/-	৩০০০০/-	১৬০০০/-	১২৮০০০/-	১৫৮০০০
১১	রোড রোলার	১টি	৭টন	৭৫০০/-	৭৫০০/-	১৬০০০/-	৩২০০০/-	৩৯৫০০
১২	টায়ার রোলার	১টি	১৫টন	৭৫০০/-	৭৫০০/-	১৬০০০/-	৩২০০০/-	৩৯৫০০
১৩	ওয়াটার ট্যাংকার	১২টি	৫৭০০সিসি	৭৫০০/-	৯০০০০/-	১৬০০০/-	৩৮৪০০০/-	৪৭৪০০০
১৪	রোড সুইপার মেশিন	৪টি	৫টন	৭৫০০/-	৩০০০০/-	১৬০০০/-	১২৮০০০/-	১৫৮০০০
সর্বমোট=		**১২২টি**			**১০,৫১,৫০০/-**		**৩৮,২১,০০০/-**	**৪৮,৭২,৫০০/-**

অনুচ্ছেদ নম্বর ০২

পরিশিষ্ট নম্বর ০২

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ আন্তঃজেলা বাস স্ট্যান্ড/টার্মিনাল হতে খাস আদায়কৃত (আদায় সহযোগিতাকারী হিসেবে) অর্থের ১৫% ভ্যাট জমা না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	আর্থিক সন	মোট আদায়যোগ্য অর্থ (মন্তব্য কলাম)	মোট আদায়কৃত অর্থ	আদায়জনিত খরচ (১০%) বাদে	আদায়কৃত অর্থের জমাযোগ্য ১৫% ভ্যাট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল	২০১৮-১৯	১,৮২,৮১,০০০/-	১,৬৬,৭২,৮০০/-	১,৫০,০৫,৫২০/-	২২,৫০,৮২৮/-	(৩৬২দিন×৫০,৫০০)
২		২০১৯-২০	১,৮২,৮১,০০০/-	১,৩২,০৬,৩০০/-	১,১৮,৮৫,৬৭০/-	১৭,৮২,৮৫০/-	
৩		২০২০-২১	১,০৩,৫২,৫০০/-	১০,৬৭,১০০/-	৯,৬০,৩৯০/-	১,৪৪,০৫৮/-	(২০৫দিন× ৫০,৫০০/-) ২৬ জানুয়ারী হতে ইজারা প্রদান
		মোট=	৪,৬৯,১৪,৫০০/-	৩,০৯,৪৬,২০০/-	**২,৭৮,৫১,৫৮০/-**	**৪১,৭৭,৭৩৬/-**	
ক্রমিক নং	**বিবরণ**	**আর্থিক সন**	**মোট আদায়যোগ্য অর্থ (মন্তব্য কলাম)**	**মোট আদায়কৃত অর্থ**	**আদায়জনিত খরচ (১০%) বাদে**	**আদায়কৃত অর্থের জমাযোগ্য ১৫% ভ্যাট**	**মন্তব্য**
১	গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল	২০১৮-১৯	৪,২৩,৫৪,০০০/-	৪,০৪,০৮,০০০/-	৩,৬৩,৬৭,২০০/-	৫৪,৫৫,০৮০/-	(৩৬২দিন×১,১৭,০০০/-)
২		২০১৯-২০	৪,২৩,৫৪,০০০/-	৩,০৮,০২,০০০/-	২,৭৭,২১,৮০০/-	৪১,৫৮,২৭০/-	
৩		২০২০-২১	২,২৩,৪৭,০০০/-	১,০৯,১১,৫০০/-	৯৮,২০,৩৫০/-	১৪,৭৩,০৫২/-	(১৯১দিন× ১,১৭,০০০/-) ১২ জানুয়ারী হতে ইজারা প্রদান
		মোট=	১০,৭০,৫৫,০০০/-	৮,২১,২১,৫০০/-	**৭,৩৯,০৯,৩৫০/-**	**১,১০,৮৬,৪০২/-**	
					সর্বমোট=	**১,৫২,৬৪,১৩৮/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৩
পরিশিষ্ট নম্বর ০৩

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারা হতে ৫% অর্থ "৭-ভুমি রাজস্ব" খাতে জমা না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	ইজারাদারের নাম	আর্থিক সন	ইজারা মূল্য	৫% অর্থ "৭-ভুমি রাজস্ব" খাতে	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল	গাজী রায়হান এন্টারপ্রাইজ	২০২০-২১ ১৪২৮ বাংলা	৩,৮৫,০০,০০০/-	১৯,২৫,০০০/-	
২	গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল	রাফি ট্রেডার্স লিঃ	২০২০-২১ ১৪২৮ বাংলা	৬,১৬,০০,০০০/-	৩০,৮০,০০০/-	
৩	আমিন বাজার ট্রাক টার্মিনাল	আফিজ উদ্দীন	২০২০-২১ ১৪২৮ বাংলা	৩৫,৫০,০০০/-	১,৭৭,৫০০/-	
				সর্বমোট=	**৫১,৮২,৫০০/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৪

পরিশিষ্ট নম্বর ০৪

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বাস স্ট্যান্ড ও ট্রাক টার্মিনাল ইজারা হতে ৪% অর্থ মুক্তিযোদ্ধা কল্যান তহবিলে জমা না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	ইজারাদারের নাম	আর্থিক সন	ইজারা মূল্য	মুক্তিযোদ্ধা কল্যান তহবিলে জমার পরিমাণ (৪%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মহাখালী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল	গাজী রায়হান এন্টারপ্রাইজ	২০২০-২১ ১৪২৮ বাংলা	৩,৮৫,০০,০০০/-	১৫,৪০,০০০/-	
২	গাবতলী আন্তঃজেলা বাস টার্মিনাল	রাফি ট্রেডার্স লিঃ	২০২০-২১ ১৪২৮ বাংলা	৬,১৬,০০,০০০/-	২৪,৬৪,০০০/-	
৩	আমিন বাজার ট্রাক টার্মিনাল	আফিজ উদ্দীন	২০২০-২১ ১৪২৮ বাংলা	৩৫,৫০,০০০/-	১,৪২,০০০/-	
				সর্বমোট=	**৪১,৪৬,০০০/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৫
পরিশিষ্ট নম্বর ০৫

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ স্থান ও স্থাপনার (দোকান ভাড়া ও মোবাইল টাওয়ার) ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	পরিশিষ্ট নং	বিষয়	জড়িত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১	৫(ক)	স্থান ও স্থাপনার (দোকান) ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।	৩,৬৪,১২,৮৩২/-	
২	৫(খ)	আদায়কৃত মোবাইল টাওয়ার কর এর উপর ১৫% ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।	১,৬৯,৩৯,৫৯০/-	
		সর্বমোট=	**৫,৩৩,৫২,৪২২/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৫
পরিশিষ্ট নম্বর ০৫(ক)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ স্থান ও স্থাপনার (দোকান) ভাড়ার উপর ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	আর্থিক সন	মোট দাবী	মোট আদায়	ভ্যাট ১৫%	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	মার্কেটের দোকান ভাড়া	২০১৮-২০১৯	১২,৫০,৪৮,৯৭৬/-	৮,১৫,০৩,৯৯৬/-	১,২২,২৫,৫৯৯/-	
২	মার্কেটের দোকান ভাড়া	২০১৯-২০২০	১১,৬৭,৩৬,৮৭৪/-	৬,৬৪,৫৫,০০৬/-	৯৯,৬৮,২৫১/-	
৩	মার্কেটের দোকান ভাড়া	২০২০-২০২১	১২,৩৪,৭৩,৭৬২/-	৯,৪৭,৯৩,২১৪/-	১,৪২,১৮,৯৮২/-	
		মোট=	৩৬,৫২,৫৯,৬১২/-	২৪,২৭,৫২,২১৬/-	**৩,৬৪,১২,৮৩২/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৫
পরিশিষ্ট নম্বর ০৫(খ)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ আদায়কৃত মোবাইল টাওয়ার কর এর উপর ১৫% ভ্যাট আদায় না করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	আর্থিক সন	আদায়কৃত মোবাইল টাওয়ার কর	১৫% ভ্যাট	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	গ্রামীণ ফোন টাওয়ার	২০১৯-২০	১১,২৯,৩০,৬০১/-	**১,৬৯,৩৯,৫৯০/-**	
মোট=			১১,২৯,৩০,৬০১/-	**১,৬৯,৩৯,৫৯০/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৬
পরিশিষ্ট নম্বর ০৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

শিরোনামঃ চুক্তির শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে বীমা না করায় এবং নির্ধারিত হার অপেক্ষা কম হারে বীমা করায় প্রিমিয়াম বাবদ সাধারণ বীমা কর্পোরেশন এবং সরকারের ভ্যাট বাবদ আর্থিক ক্ষতির বিবরণী:

ক্রমিক নং	পরিশিষ্ট নং	বিষয়	জড়িত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	৬(ক)	দরপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে নির্ধারিত হারে বীমা না করায় প্রিমিয়াম বাবদ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।	১,০৪,৭৪,৫০৭/-	
২.	৬(খ)	দরপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে নির্ধারিত হারে বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণী।	১৫,৪২,৬০৮/-	
		সর্বমোট=	**১,২০,১৭,১১৫/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৬
পরিশিষ্ট নম্বর ০৬(ক)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ দরপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে নির্ধারিত হারে বীমা না করায় প্রিমিয়াম বাবদ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্র নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের তারিখ	চুক্তি মূল্যের ১১০% হিসেবে টাকার পরিমাণ	নির্ধারিত প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
১	Land Development & Boundary Wall Construction. Packege No. 01	Maisha Construction (pvt.) Limited	২০১৯-২০২০	৮,১৬,৯৮,২৬৭	২৫/০৮১৯	৮,৯৮,৬৮,০৯৩	৪,৪৯,৩৪০/-
২	Construction of 01 No (16 Unit) 15-Storied Residential Building. Packege No. 02	Banga Builders Ltd.	২০১৯-২০২০	৪৯,৪৯,২৫,৬৬১	০১/০৯/১৯	৫৪,৪৪,১৮,২২৭	২৭,২২,০৯১/-
৩	Construction of 01 No (16 Unit) 15-Storied Residential Building. Packege No. 03	Banga Builders Ltd.	২০১৯-২০২০	৪৯,৪৮,১৬,৪৬১	০৮/০৯/১৯	৫৪,৪২,৯৮,১০৭	২৭,২১,৪৯০/-
৪	Construction of 01 No (16 Unit) 15-Storied Residential Building. Packege No. 04	FI-MBL (JV)	২০১৯-২০২০	৫১,১৯,৫৩,১৮৭	০১/০৯/১৯	৫৬,৩১,৪৮,৫০৫	২৮,১৫,৭৪৩/-
৫	Construction of 01 No (8 Unit) 15-Storied Residential Building & Construction of 4-Storied School Building, Internal Road, External Water Supply & Arboriculture Work. Packege No. 05	M/S. MSCL-MCPL-JE-JV	২০১৯-২০২০	৩২,১০,৬২,২৮০	০১/০৯/১৯	৩৫,৩১,৬৮,৫০৮	১৭,৬৫,৮৪৩/-
সর্বমোট=				১৯০,৪৪,৫৫,৮৫৬		২০৯,৪৯,০১,৪৪০/-	**১,০৪,৭৪,৫০৭/-**

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৬
পরিশিষ্ট নম্বর ০৬(খ)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ দরপত্রের শর্তানুযায়ী পূর্ত কাজের বিপরীতে নির্ধারিত হারে বীমা না করায় ভ্যাট বাবদ সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের তারিখ	চুক্তি মূল্যের ১১০% হিসেবে টাকার পরিমাণ	নির্ধারিত প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.৫%)	ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%)	ধার্যকৃত প্রিমিয়ামের পরিমাণ (০.০১%)	জমাকৃত ভ্যাটের পরিমাণ (১৫%)	জমাযোগ্য ভ্যাটের পরিমাণ
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২(৯-১১)
১	Land Development & Boundary Wall Construction. Packege No. 01	Maisha Construction (pvt.) Ltd	২০১৯-২০২০	৮,১৬,৯৮,২৩৯	২৫/০৮/১৯	৮,৯৮,৬৮,০৬৩	৪,৪৯,৩৪০/-	৬৭,৪০১			
২	Construction of 01 No (16 Unit) 15-Storied Residential Building. Packege No. 02	Banga Builders Ltd.		৪৯,৪৯,২৫,৬৬১	০১/০৯/১৯	৫৪,৪৪,১৮,২২৭	২৭,২২,০৯১/-	৪,০৮,৩১৪			
৩	Construction of 01 No (16 Unit) 15-Storied Residential Building. Packege No. 03	Banga Builders Ltd.		৪৯,৪৮,১৬,৪৬১	০৮/০৯/১৯	৫৪,৪২,৯৮,১০৭	২৭,২১,৪৯০/-	৪,০৮,২২৩			
৪	Construction of 01 No (16 Unit) 15-Storied Residential Building. Packege No. 04	FI-MBL (JV)		৫১,১৯,৫২,০৯৫	০১/০৯/১৯	৫৬,৩১,৪৮,৩০৫	২৮,১৫,৭৪১/-	৪,২২,৩৬১			
৫	Construction of 01 No (8 Unit) 15-Storied Residential Building & Construction of 4-Storied School Building, Internal Road, External Water Supply & Arboriculture Work. Packege No. 05	M/S. MSCL-MCPL-JE-JV		৩২,১০,৬২,২৪০	০১/০৯/১৯	৩৫,৩১,৬৮,৪৬৪	১৭,৬৫,৮৪২/-	২,৬৪,৮৭৬			
			সর্বমোট=	**১৯০,৪৪,৫৫,৮৫৪/-**		২০৯,৪৯,০১,৪৪০/-	১,০৪,৭৪,৫০৭/-	১৫,৭১,১৭৬/-	১,৯০,৪৪৬/-	২৮,৫৬৭/-	**১৫৪২৬০৯/-**

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

শিরোনামঃ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত নির্মাণ সামগ্রীর ল্যাব টেস্ট না করেই এবং ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই অনিয়মিতভাবে কার্য-সম্পাদন করে বিল পরিশোধের বিবরণী:

ক্রমিক নং	পরিশিষ্ট নং	বিষয়	জড়িত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫
১.	৭(ক)	ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই উক্ত মালামাল দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করার বিবরণী।	১২,২৮,৬২,৭৯১/-	
২.	৭(খ)	উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত উপাদানের ল্যাব টেস্ট না করেই কাজ সম্পন্ন করার বিবরণী।	৩০,৯৯,২৩,১৯৪/-	
		সর্বমোট=	**৪৩,২৭,৮৫,৯৮৫/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭(ক)

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির পূর্বেই উক্ত মালামাল দিয়ে কাজ সম্পন্ন করে ঠিকাদারকে বিল পরিশোধ করার বিবরণীঃ

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	কাজ সম্পাদনের তারিখ	ল্যাব টেস্ট রিপোর্ট প্রাপ্তির তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১	আলীর মোড় খানকাশরীফ রোড এর আব্দুল্লাহবাগ সড়কের নর্দমাসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	মেসার্স চৌধুরী কন্সট্রাকশন	২০১৯-২০	১,৭৭,৭৮,৯৯৯/-	১,৭৬,৭৯,৩৮৮/-	১৭/০৫/২০২০ হতে ১৬/০৬/২০২০	২৯/০৬/২০	সিলিন্ডার টেস্ট এর তারিখঃ ২০/০৬/২০
২	শের-ই-বাংলানগর আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ স্বরনী হতে নির্বাচন ভবন পর্যান্ত রাস্তা ও রোড মিডিয়ান উন্নয়ন প্রসঙ্গে।	মেসার্স জনি এন্টারপ্রাইজ	২০১৯-২০	১০,৫৫,৮২,২৩৫/-	১০,৫১,৮৩,৪০৩/-	২৮/০৩/২০১৯ হতে ৩১/১০/২০১৯	১৩/০১/২০	
সর্বমোট=					**১২,২৮,৬২,৭৯১/-**			

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭[(খ)১;২;৩;৪;৫;৬;৭]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ উন্নয়নমূলক কাজে ব্যবহৃত উপাদানের ল্যাব টেস্ট না করেই কাজ সম্পন্ন করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	বিবরণ	জড়িত টাকা	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১	ইউটার্ন প্রকল্প	১০,৩৫,৪১,৭৯০/-	
২	টিইসি প্রকল্প	১,২১,৭৫,৪৩৮/-	
৩	অঞ্চল-১	২,৪১,২৬,৮৮৪/-	
৪	অঞ্চল-২	১,৫৬,৫৫,৫৬০/-	
৫	অঞ্চল-৩	৩,২৫,৯০,১৬৭/-	
৬	অঞ্চল-৪	১,৬৬,৪৯,৯৫২/-	
৭	অঞ্চল-৫	১০,৫১,৮৩,৪০৩/-	
সর্বমোট=		**৩০,৯৯,২৩,১৯৪/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭[(খ);১]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (ইউটার্ন প্রকল্প)
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বিটুমিন টেস্ট না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	কাজ আরম্ভের ও শেষের তারিখ	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	ঢাকার তেজগাঁও সাতরাস্তা মোড় থেকে উত্তরার হাউজ বিল্ডিং পর্যন্ত ১১টি ইউটার্ন নির্মাণ প্রকল্প (প্যাকেজ-ডব্লিউ-০২)	মেসার্স এমএস কন্সট্রাকশন-নাওয়াল কন্সট্রাকশন (জেভি)	২০১৮-১৯ হতে ২০২০-২১	১০,৩৫,৪১,৭৯০/-	২৯/০৪/১৮ ও ৩১/০৩/২১	
			মোট=	**১০,৩৫,৪১,৭৯০/-**		

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭[(খ);২]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (টিইসি প্রকল্প)
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সিমেন্ট,রড ও ব্রিকস টেস্ট না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মুল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
১	Construction of foot over Bridge at Mirpur Kochukhet Road infront of Tamanna Complex Under Dhaka North city Corporation .	M/S S.M Construction	২০১৮-১৯	১,২১,৭৫,৪৩৮/-	
			মোট=	**১,২১,৭৫,৪৩৮/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭ [(খ);৩]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (অঞ্চল-১)
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সিমেন্ট টেস্ট না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	উত্তরাস্থ সেক্টর-৮ এর আব্দুল্লাপুর বেরীবাধ সংলগ্ন সরকার টেলিকম হতে সুইচ গেট পর্যন্ত নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	জেএমপি ইন্জিনিয়ারিং	২০১৯-২০২০	৯৫,৪৭,৩০৫/-	৯৫,৪৭,৩০৫/-	
২	১৭ নং ওয়ার্ডস্থিত কুড়াতলী বাজার রোড হোলঃ নং ক/৭৪(বি) হতে উত্তর দিকে বম্বে সুইটস এর ওয়াল পর্যন্ত (ফারুকের বাড়ী) এবং ক-৭৯/সি-৩ হতে ক-৬৬/এ ,ক-৬৯/২ হতে ক-৯৭/৩৩/এ প্রধান সড়ক হতে ক-৬৯/৫, ক-৬৯/এফ হতে ক-১৬৬৭ পর্যন্ত উভয় পার্শ্বে বাইলেনসহ পাইপ নর্দমা ও রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	মেসার্স আসিফ ট্রেডার্স	২০১৯-২০২০	১,৪৫,৭৯,৫৭৯/-	১,৪৫,৭৯,৫৭৯/-	
সর্বমোট=					**২,৪১,২৬,৮৮৪/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭

পরিশিষ্ট নম্বর ০৭[(খ);৪]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (অঞ্চল-২)
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বিটুমিন টেস্ট না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	
১	৭ নং ওয়ার্ডস্থিত মিরপুর সেকশন-২ ব্লক এ, এভিনিউ-১ (হোঃ নং-১ হতে হোঃ নং-৯৭/৯৮) ও এভিনিউ-১ এর সংযোগ সড়ক (হোঃ নং-১১০ হতে হোঃ নং-১) এবং ব্লক-ই, রোড নং-৭ এর রাস্তা নর্দমা ও ফুটপাত উন্নয়ন কাজ।	এ জে ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল	২০১৯-২০২০	১,৫৬,৫৫,৫৬০/-	১,৫৬,৫৫,৫৬০/-	
				মোট=	**১,৫৬,৫৫,৫৬০/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭[(খ);৫]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (অঞ্চল-৩)
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বিটুমিন টেস্ট না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মুল্য	পরিশোধিত মুল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	
১	Repairing of road cutting of various Govt./ Non Govt. organization/ Private persons of different words under Zone-3 FY-2018-19 (Group-viii)	স্যাম ইন্টারন্যাশনাল	২০১৮-১৯	৯৪,৯৩,৮২৫/-	৯৪,৯৩,৮২৫/-	
২	১৮নং ওয়ার্ডস্থিত বারিধারা ব্লক স্যক নং-৯ ও ১৩ এর নর্দমা ফুটপাতসহ রাস্তার উন্নয়ন কাজ।	মেসার্স কেডিএস	২০১৯-২০	২,৩০,৯৬,৩৪২/-	২,৩০,৯৬,৩৪২/-	
				মোট=	**৩,২৫,৯০,১৬৭/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭[(খ);৬]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (অঞ্চল-৪)
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ সিমেন্ট টেস্ট না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
১	১৩ নং ওয়ার্ডস্থিত মধ্য পীরেরবাগ হোঃ নং-২৭৩/১ হতে হোঃ নং-৯৯/২/৪ কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তার পাইপ নর্দমাসহ রাস্তা উন্নয়ন কাজ।	মাইশা কন্সট্রাকশন (প্রাঃ) লিমিটেড	২০১৮-২০১৯	১,৬৬,৪৯,৯৫২/-	১,৬৬,৪৯,৯৫২/-	
				মোট=	**১,৬৬,৪৯,৯৫২/-**	

অনুচ্ছেদ নম্বর ০৭
পরিশিষ্ট নম্বর ০৭[(খ);৭]

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানের নামঃ ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন (অঞ্চল-৫)
নিরীক্ষার সনঃ ২০১৮-২০১৯ হতে ২০২০-২০২১ খ্রিঃ

বিষয়ঃ বিটুমিন টেস্ট না করার বিবরণীঃ

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	ঠিকাদারের নাম	আর্থিক সন	চুক্তি মূল্য	পরিশোধিত মূল্য	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬	
১	শের-ই-বাংলানগর আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকায় সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ স্বরনী হতে নির্বাচন ভবন পর্যান্ত রাস্তা ও রোড মিডিয়ান উন্নয়ন প্রসঙ্গো।	মেসার্স জনি এন্টারপ্রাইজ	২০১৯-২০20	১০,৫৫,৮২,২৩৫/-	১০,৫১,৮৩,৪০৩/-	
				মোট=	**১০,৫১,৮৩,৪০৩/-**	

তারিখঃ বঙ্গাব্দ
২১|০৫|২০২৬ খ্রিষ্টাব্দ।

মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর।
সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

শেখ মোহাম্মদ ওমর ফারুক
মহাপরিচালক
স্থানীয় সরকার ও পল্লী উন্নয়ন অডিট অধিদপ্তর
অডিট কমপ্লেক্স (৬ষ্ঠ তলা)
সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।